28/8/2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ২ ...

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ বাতিলের দাবি জানিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট গত বছরের ২৪ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কতিপয় শিক্ষক নেতা স্বাক্ষরিত ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। শুক্রবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ উপরোল্লিখিত দাবি জানিয়ে বলেন,, এই ৯ দফা কালো চুক্তির ফলে আজ দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক সমাজ এবং সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা এক নাজুক অবস্থার মুখোমুখি। এ ছাড়া নেতৃবৃন্দ এই সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী নিরপেক্ষ ও বিধিসম্মত ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি গঠনের দাবি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক এম শরীফুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান, সদস্য অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, দফতর সচিব মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোজাম্মেল হক, গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া প্রমুখ।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলন যখন যৌক্তিক পরিণতির দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনই গত বছরের এই ২৪ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে চিহ্নিত স্বার্থান্বেষী কতিপয় নামসর্বস্ব শিক্ষক নেতা ৯ দফা চুক্তি করে ব্যাপক আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে। এই চুক্তির ৩ নং দফায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পেলে আনুপাতিক হারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস করা হবে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন রছর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কারণে কোন শিক্ষকের এমপিওভুক্তি বাতিল হবে অর্থাৎ সে চাকরি হারাবে এটা শুধু অযৌক্তিকই নয় বরং চরম অন্যায়।

৯ নং ধারাটি সবচেয়ে অন্যায়, অসঙ্গত ও অবিবেচনাপ্রসূত। এই ধারায় বলা হয়েছে, এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যায় পর্যন্ত কোন তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণীধারীকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং এমপিওভুক্ত করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ৩য় বিভাগ বা শ্রেণীর ডিগ্রী প্রদানের প্রথা চালু রেখে এবং দেশের অন্যান্য সকল পেশায় ও চাকরিতে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণীপ্রাপ্তদের নিয়োগের সুযোগ বহাল রেখে কেবল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বন্ধ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও

(১২-এর পাতার পর)

শিক্ষক-কর্মচারী

অন্যায়। এ ছাড়া এই ৯ নং ধারাতেই বলা হয়েছে স্নাতক পর্যায়ে পাসকোর্স ডিগ্রীধারী হলে তাদের মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী থাকতে হবে। স্নাতক পর্যায়ে পাস কোর্সের ব্যবস্থা চালু রেখে এর অবমূল্যায়ন করাটাও অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এসব ধারা বাতিলের দাবি জানান।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত সরকার বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী, অতি সুবিধাবাদী, শিক্ষক সমাজ কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত শিক্ষক নেতা নামধারী তৎকালীন শিক্ষকমণ্ডলীর তোষামোদকারী ব্যক্তিকে সচিব করে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন করে। নির্বাচনে সুবিধা লাভের জন্য কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব শিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় (কেশবপুর) গিয়ে কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ বিতরণ করেন অথচ প্রায় ১৮ হাজার প্রার্থী দীর্ঘদিন আগে আবেদন করে এখনও কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পাননি। তাছাড়া এই কমিটিতে বেতন-ভাতার সরকারী অংশ পায় না এমন ব্যক্তিকে বিধি বহির্ভূতভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও কথা বলেন। তাঁরা নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। তাঁরা বলেন, আমরা চাই সকল অশুভ পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসীদের কঠোরহস্তে দমন। এ জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। নেতৃবৃন্দ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের দাবি জানান।